সমকাল

তারিখ ... 20 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

'সনদ' মিলছে টাকা দিলেই

নামসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সনদ' বাণিজ্য বন্ধে কঠোর ইউজিসি • কাজ চলছে স্থগিতাদেশে

■ সাব্বির নেওয়াজ

নগদ টাকার বিনিময়ে নামসর্বস্ব ও অবৈধ দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে বিভিন্ন স্তরের সনদ। গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির সনদ তো বটেই, পিএইচডি, পোস্ট ডক্টরেটসহ বিভিন্ন প্রফেশনাল ডিগ্রির সনদও এভাবে কেনাবেচা করার প্রমাণ পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির তথ্যমতে, এ মুহূর্তে সাতটি অবৈধ বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানী ও ঢাকার বাইরে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। ইউজিসি থেকে এগুলোর কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ আদালতে গিয়ে রিট আবেদন করে স্থগিতাদেশ পায়। ফলে সেগুলো বন্ধ করা যায়নি। এগুলো ছাড়াও আরও প্রায় অর্ধশত অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠান সারাদেশে একাধিক শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে 'সনদ বিক্রি'তে জড়িত বলে সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াতে এগুলোর কয়েকটির নাম রাখা হয়েছে সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের কাছাকাছি। চটকদার বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি নজরকাড়া প্রচারও চালাচ্ছে তারা।

এসব ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ টেলিফোনে সমকালকে বলেন, 'আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে চলা অবৈধ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আইনি পথেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর বিস্তারিত তথ্য পেলে ভুয়া ডিগ্রি প্রদানকারী সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'কেবল দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, যারা সরকারের অনুমোদন ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে তাদের সবার বিষয়েও তদন্ত করা হবে।'

ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, 'ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি ভুয়া ও অবৈধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষা প্রদানের নামে এসব দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান মূলত সনদ বিক্রি করে চলেছে। আমার ধারণা, ঢাকা মহানগরের বাইরেও এমন অনেক অবৈধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।'

রাজধানীতে এ ধরনের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত সাতটি প্রতিষ্ঠান হলো– ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ইউএসএ, ভূঁইয়া একাডেমি, ব্রিটিশ স্কুল অব ল, নিউ ক্যাসেল ল একাডেমি, দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা সেন্টার ফর ল অ্যান্ড ইকোনমিকস এবং ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

'সনদ' মিলছে টাকা দিলেই

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

এশিয়ান সেন্টার ফর ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি।

ইউজিসির সিনিয়র সহকারী সচিব (লিগ্যাল) মৌলি আজাদ সমকালকে বলেন, 'ওই সাতটি অবৈধ প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার জন্য ইউজিসি থেকে নির্দেশ দেওয়া হলে তারা উচ্চ আদালতে এ আদেশের বিরুদ্ধে রিট আবেদন করে স্থগিতাদেশ পায়। মামলাগুলো এখন চূড়ান্ত শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে।' তিনি বলেন, 'যে সাতটি অবৈধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদালতের আশ্রয় নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোর তিনটির নাম অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের মতোই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, এর আগে গত বছরের ১০ মার্চ 'সনদ বিক্রি'র দায়ে ছয়টি অবৈধ প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকার জেলা প্রশাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়। যে নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা হয়নি। এ ছয়টি প্রতিষ্ঠান হলো– ধানমণ্ডির চ্যান্সেরি একাডেমি অব ইংলিশ ল, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ইউএসএ, ভূঁইয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, এসএএফএস, লালমাটিয়ার নর্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরার দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী, বাংলাদেশে যে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা অবৈধ। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা বা স্টাডিসেন্টার অনুমোদনের জন্য নীতিমালা করা হলেও এখনও কোনো প্রতিষ্ঠানকেই অনুমোদন দেওয়া হয়নি; কিন্তু সরকারি সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে দেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক অবৈধ শাখা খুলে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে।

ইউজিসি সদস্য প্রফেসর আখতার হোসেন সমকালকে বলেন, 'ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চাপের মুখে পড়লেই আইনের আশ্রয় নেয়। তাই মামলায়ও ইউজিসি শক্তভাবে লড়ছে।'

ইউজিসির সিনিয়র সহকারী সচিব (লিগ্যাল) মৌলি আজাদ সমকালকে বলেন, 'হাইকোর্টের রায়ে চ্যান্সেরি একাডেমি অব ইংলিশ ল অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। রায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করতে বলা হয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানটির মালিক কর্তৃপক্ষ আপিল বিভাগে আপিল করেছেন। মামলাটি আপিল বিভাগে শুনানির অপেক্ষায় আছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর মামলা হাইকোর্টে চূড়ান্ত শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে।'